https://printo.it/pediatric-rheumatology/BD/intro

লিম্ব পেইন সিনড্রোম

বিবরণ 2016

ট্রানজিয়েন্ট সাইনুভাইটিস

এটি কি?

ট্রানজিয়েন্ট সাইনুভাইটিস এমন এক অবস্থা, যাকে অজানা কারনে উরুসন্ধিতে সামান্য প্রদাহ (অল্প তরল পদার্থ জমে) যা কোন রকম ক্ষতি ছাড়াই আপনিতেই সেরে যায়।

প্রকোপ কেমন ?

শিশু বিভাগে, এটি উরুসন্ধি প্রদাহের অন্যতম কারন। এটি ২-৩%, ৩-১০ বছর বয়সী শিশুদের আক্রান্ত করে। ছেলেদের বেশী হয় (ছেলে : মেয়ে ৩/৪: ১)।

প্রধান লক্ষণসমূহ কি?

প্রধান উপসর্গ উরুতে ব্যথা ও খুঁড়িয়ে চলা। উরুসন্ধির ব্যথা জঙ্ঘাতে, উরুর উপরিভাগে, কখনো হাঁটুতে অনুভূত হয়, সাধারনত হঠাৎ ব্যথা হয়। সবচেয়ে বেশী যা পাওয়া যায় তা হলো ঘুম থেকে উঠে হঠাৎ খুঁড়িয়ে চলা বা হাঁটতে অপারগতা প্রকাশ করা।

কিভাবে নির্ণয় করা যায় ?

শারীরিক পরীক্ষায় কিছু অস্বাভাবিকতা পাওয়া যাবে, যেমন-খুঁড়িয়ে চলা, সেই সাথে যন্ত্রণাময় উরুসন্ধি সচলতা, বয়স ৩ বছরের বেশী জ্বরের অনুপস্থিতি এবং অন্যথায় বাচ্চাকে অসুস্থ মনে না হওয়া। ৫% ক্ষেত্রে উভয় উরুসন্ধি আক্রান্ত হয়। উরুসন্ধির এক্সরে করলে তা স্বাভাবিক দেখায় এবং একারনেই তা প্রয়োজন হয় না। বরং উরুসন্ধির সাইনুভাইটিসের জন্য হিপ আলট্রাসাউন্ড বেশী উপকারী।

চিকিৎসা কি?

ব্যথার মাত্রা অনুযায়ী বিশ্রাম গ্রহণ। এনএসএআইডি ব্যথা ও প্রদাহ কমাতে সাহায্য করে। ৬-৮ দিন পরে এই অবস্থা সেরে যায়।

পরিণাম কি?

খুবই ভাল এবং শতভাগ শিশু পূর্ণ আরোগ্য লাভ করে। লক্ষণসমূহ যদি ১০ দিনের বেশী সময় থাকে, তাহলে অন্য কোন রোগ চিন্তা করতে হবে। একবার আরোগ্যে লাভের পর, ট্রানজিয়েন্টে সাইনুভাইটিসের আরো এক প্রকোপ হতে পারে, তবে সেগুলো পূর্বের তুলনায় মৃদু ও সংক্ষিপ্ত।